সত্যমেব জয়তে

অসম সরকার

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ

শৈক্ষিক দিনপঞ্জি

শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২২

নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য

(ক শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

প্রস্তুতকর্তা

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-- ৭৮১০১৯

শৈক্ষিক দিনপঞ্জি- ২০২১-২২

দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি

- ❑ দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃসভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করবেন। **প্রাতঃসভায় প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় সংগীত বা অসমের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন।**
- ❑ প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে ছোটোবেলা থেকে সু-স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলি লক্ষ করবেন —
  - — অনাময় ব্যবস্থা
  - — পানীয় জল এবং খাদ্য গ্রহণ
  - — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়ের সময়সূচি -

প্রাক্‌প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় নিম্ন প্রদত্ত ধরনে ভাগ করে নেবেন —

প্রাতঃসভা (প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময় বৃদ্ধি করে নিতে পারবেন)	—	১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	—	**২ ঘন্টা ৫ মিনিট**
বিরতি	—	১০ মিনিট

অন্যান্য শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩.২৫ টা পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। এই সময়টুকু নিম্ন লিখিত ধরনে বিতরণ করবেন-

প্রাতঃসভা	- ১৫ মিনিট
শৈক্ষিক আদান প্রদান	- **৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিট**
প্রথম বিরতি	- ১০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি	- ৩৫ মিনিট

- ❑ ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের **মোট কর্মদিন**- ২৫৩, **মোট শ্রেণিদিন**- ২২২
- ❑ জেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী স্থানীয় বন্ধের দিনগুলি পালন করবেন।
- ❑ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়োগ হলে সেইদিন শ্রেণি শেষ হওয়ার পর 'শোক সভা' অনুষ্ঠিত করবেন। কোনো কারণেই যাতে জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয় বন্ধ বা **অর্ধছুটি** ঘোষণা করা না হয় তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।
- ❑ রাজ্য সরকারের নির্দেশমর্মে সময় অনুযায়ী শৈক্ষিক দিনপঞ্জি পরিবর্তন হতে পারে, এইপরিবর্তনসমূহ যথা সময়ে জানানো হবে।
- ❑ মোট **শ্রেণিদিন** অপরিবর্তিত রেখে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বরাক উপত্যকায় **পুজোর** বন্ধ ১০ দিন বাড়িয়ে দিয়ে গরমের বন্ধের সমসংখ্যক দিন কমিয়ে নিতে পারবেন।
- ❑ চাবাগান এলেকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.১৫ টা পর্যন্ত এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❑ বন্যা বা অন্যান্য কোনো কারণে শিক্ষাদান ব্যাহত হলে বন্ধের দিনে, রবিবারে বা পরবর্তী কর্মদিনে স্কুল ছুটির পর পাঠদান করে এই ঘাটতি পূরণ করবেন।
- ❑ প্রতি মাসে সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো একটি শনিবারে মণ্ডল দক্ষ শিক্ষক সভা, কেন্দ্র সভা এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জোনেল মিটিং অনুষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে এর জন্য নিয়মিত পাঠদান যেন ব্যাহত না হয়।
- ❑ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুদের [Children with Special Needs (CWSN)] পাঠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিবর্তন করে তাদের উপযোগী যাতে হয় সেই অনুযায়ী অনুকুল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❑ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শিশুদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার করে সাক্ষাৎ করবেন। যেখানে শিশুদের উপস্থিতি,**শেখার** দক্ষতা, **শেখার** ফলাফল এবং তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশ সম্পর্কে তাদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের অবগত করবেন।

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৫

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আয়োগ আইন, ২০০৫-র ক্ষমতা ও কার্যাবলি—

- ◆ প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা ও পুনরীক্ষণ করে এইসমূহ বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা
- ◆ আয়োগের সুবিধা অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকরীকরণের ওপর রাজ্য সরকারকে সময়ানুসারে প্রতিবেদন পেশ করা
- ◆ শিশুর কোনো অধিকার **উল্লঙ্ঘন** হলে তাৎক্ষণিক তদন্ত সম্পাদন করা এবং এমতাবস্থায় গ্রহণীয় কার্যব্যবস্থার জন্য পরামর্শ প্রদান করা
- ◆ শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানকারী উপাদানসমূহ, যেমন— সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, বিদ্রোহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইচ আই ভি/এইড্‌স, মানব সরবরাহ,উৎপীড়ন ও শোষণ-এর মতো অসামাজিক কার্যকলাপগুলি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থাবলি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া
- ◆ যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশু, পশ্চাৎপদতা অথবা অনগ্রসরতায় ভোগা শিশু/কিশোর অপরাধে লিপ্ত শিশু, পরিবার-পরিজনহীন শিশু, কারাবন্দী শিশুর ক্ষেত্রে প্রদান করা বা লাভ করা যত্ন ও নিরাপত্তা সম্পর্কীয় দিকগুলি **পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে** বিচার করা ও তার জন্য গ্রহণীয় উপযোগী ব্যবস্থাবলি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া
- ◆ শিশুর অধিকার সম্পর্কে সময়সাপেক্ষে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি, আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ অধ্যয়ন করা, শিশুর অধিকার বিষয়ক কাজ-কর্ম, প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যাবলিসমূহ সময় সাপেক্ষে পুনরীক্ষণ করা ও এই কার্যাবলি তথা নীতি-নিয়মসমূহের প্রতি শিশুর আগ্রহ তথা মনোযোগ সাপেক্ষে কার্যকরিকরণের নির্দেশ জারি করা
- ◆ 'শিশুর অধিকার' শীর্ষক বিষয়ের ওপর গবেষণামূলক অধ্যয়ন চালানো ও সেইমর্মে উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শিশুর অধিকার কার্যকরীকরণ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম, আলোচনা চক্র, সজাগতামূলক কার্যসূচি তথা অন্যান্য মাধ্যমের **মধ্য** দিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রচার চালানো ও অধিকারসমূহ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ◆ যেকোনো অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯

শিশুর শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করতে...

- ❑ ৬-১৪ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুর **বিনামূল্যের এবং বাধ্যতামূলক** প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ ৬ বছরের উর্ধের কোনো শিশুকে যদি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা না হয়ে থাকে বা কোনো শিশু যদি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তা হলে তাকে তার বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভর্তি করতে হবে।
- ❑ বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে শিশু, পিতৃ-মাতৃ অথবা অভিভাবকের বাছাই পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।
- ❑ বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বদলি বা জন্মের প্রমাণপত্র অন্তরায় হতে পারবে না।
- ❑ ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রতি সম আচরণ ও শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক শিশুর শেখার ফলাফল নিশ্চিত করে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করতে হবে এবং শিশুটির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।
- ❑ ৬-১৪ বছর বয়সের কোনো শিশুকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না।
- ❑ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ❑ ছাত্র-ছাত্রীর শেখার ক্ষমতানুযায়ী শিশুকেন্দ্রিক শেখানো ও শেখার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শেখার দক্ষতা নির্ণয় করতে অবিরত সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❑ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের শনাক্ত করে তাদের বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষ ব্যবস্থা করতে হবে। প্রব্রজনকারী শিশুদের ক্ষেত্রেও এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- ❑ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ঘরোয়া শিক্ষকতার বৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❑ বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও সমান সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- ❑ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা সময় বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করতে হবে। দৈনিক সময় তালিকা ছাড়াও অতিরিক্ত সময়টুকু তাঁদের শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রস্তুতি, ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণি এবং গৃহকর্ম মূল্যায়ন, অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নের কর্মসূচি ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ

(ক) প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণি

প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার উদ্দেশ্য হল-

- ◆ শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার পরিবেশ সৃষ্টি করা
- ◆ শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে অবদান যোগানো
- ◆ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা ও তার জন্য প্রস্তুত করে তোলা

সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রধান দিকসমূহ হল —

- ◆ ভাষার বিকাশ
- ◆ বোধ শক্তির বিকাশ
- ◆ শারীরিক বিকাশ
- ◆ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ
- ◆ সৌন্দর্যবোধের বিকাশ
- ◆ সৃজনাত্মক শক্তির বিকাশ

এই স্তরে শিশুদের খেলা-ধুলোর মাধ্যমে উক্ত সবকয়টি দিকের বিকাশ সাধন করার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষ লক্ষণীয় দিকগুলি হল — 'ক' শ্রেণির জন্য অনুমোদিত কর্মপুস্তিকাসমূহ বিদ্যালয়ে প্রথম তিন মাস ব্যবহার করতে দেবেন না। এই তিন মাস বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে শিশুরা যাতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্য গান-বাজনা, খেলা-ধুলো ও কথোপকথন ইত্যাদি কার্য করাতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ -

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা করবেন। বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা হল —

⇨ বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের উপযোগী করে সংগৃহীত ক্রিয়াকলাপের এক বিশদ বিবরণ।

⇨ বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ ক্রমে সহজ থেকে জটিলের দিকে এগিয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথমে বিষয়বস্তু সহজ বা শিশুর পরিচিত হতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে অপরিচিত বা জটিলের দিকে এগোতে হবে।

⇨ শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি আগ্রহান্বিত করতে তাদের পরিচিত করে তুলতে হবে এবং খেলা-ধুলো, গান-বাজনা, কথোপকথন ইত্যাদি করাতে হবে। এইক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত ধরনে মাসভিত্তিক, বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করলে শিশুকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি আকর্ষিত করতে পারবেন।

মে ২১	— গাছ-পালা, ফুল
জুন ২১	— ফল-মূল, শাক-সবজি
জুলাই ২১	— গরমের বন্ধ
আগস্ট ২১	— জীব-জন্তু, পাখি
সেপ্টেম্বর ২১	— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যান-বাহন
অক্টোবর ২১	— ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ
নভেম্বর ২১	— জল, কীট-পতঙ্গ
ডিসেম্বর ২১	— আকাশ, জীবিকা
জানুয়ারি ২২	— বাজার, উৎসব
ফেব্রুয়ারি ২২	— পুনরালোচনা

এর বিশদ বিবরণ এই পর্যায়ের শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য প্রস্তুত করা 'বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনায়' তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) নিম্ন-প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত)

বিষয়

- ◆ **ভাষা ১** ❍ (মাতৃভাষা বা মাধ্যম ভাষা)
- ◆ **ভাষা ২** ❍ ইংরাজি (ইংরাজি মাধ্যম নয় এমন বিদ্যালয়ের জন্য)
  - ❍ রাজ্য/সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটি (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- ◆ **গণিত**
- ◆ **পরিবেশ অধ্যয়ন** (প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে সমন্বিতভাবে ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্নভাবে থাকবে)
- ◆ **স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা**
- ◆ **কলা শিক্ষা**

(যেসকল বিদ্যালয়ে অন্যান্য ভাষা যেমন— মিসিং, তিওয়া, রাভা, টাই, দেউরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইত্যাদি ভাষার ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাদের জন্য মাধ্যম ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষা শেখানোর জন্য পাঠদানের ব্যবস্থা করবেন।)

(গ)উচ্চ প্রাথমিক স্তর (ষষ্ঠ শ্রেনি থেকে অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত)

বিষয়ঃ

- ■ **গণিত**
- ■ **বিজ্ঞান**
- ■ **সমাজ বিজ্ঞান**
- ■ **স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা**
- ■ **কলা শিক্ষা**
- ■ **কর্ম শিক্ষা**
- ■ **ভাষা**

নমুনা (ক)- (অসমিয়া মাধ্যমের জন্যে)
ভাষা ১- অসমিয়া
ভাষা ২- ইংরাজি
ভাষা (৩ + ৪)- ভাষা ৩- হিন্দি (পল্লব- ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪- বোড়ো/বাংলা/গারো/মণিপুরী/নেপালী/তিওয়া/তাই/রাভা/দেউরী/মিসিং/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত ও আরবি ৫০%
অথবা
ভাষা ৩- হিন্দি (পল্লব- ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%

নমুনা (খ)- (বাংলা মাধ্যমের জন্যে)
ভাষা ১- বাংলা
ভাষা ২- ইংরাজি
ভাষা (৩ +৪)- ভাষা ৩- অসমিয়া (সাহিত্য করণী- ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪- বোড়ো/বাংলা/গারো/মণিপুরী/নেপালী/তিওয়া/তাই/রাভা/দেউরী/মিসিং/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত ও আরবি ৫০%
অথবা
ভাষা ৩- অসমিয়া (সাহিত্য করণী- ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

নমুনা (গ)- (বোড়ো মাধ্যমের জন্যে)
ভাষা ১- বোড়ো
ভাষা ২- ইংরাজি
ভাষা (৩+৪)- ভাষা ৩- অসমিয়া (সাহিত্য করণী- ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪- বোড়ো/বাংলা/গারো/মণিপুরী/নেপালী/তিওয়া/তাই/রাভা/দেউরী/মিসিং/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত ও আরবি ৫০%
অথবা
ভাষা ৩- অসমিয়া (সাহিত্য করণী- ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

■ অসমিয়া, ইংরাজি এবং হিন্দি মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতেও একই ভাষা নীতি প্রযোজ্য হবে। ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ২য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া প্রযোজ্য হবে।

■ অসমিয়া এবং ইংরাজি ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রযোজ্য হবে এবং হিন্দি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া বিবেচিত হবে ।

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ৪র্থ ভাষা নির্বাচন করে তাদের জন্যে ১ম (মাধ্যম ভাষা) অথবা ভাষা ২ এবং ভাষা ৩ এক হবে না।

(উপরোক্ত ভাষা নীতি সরকারী অধিসূচনা নং PMA.329/2012/194 Dtd. 18/12/2019 অনুসরণ করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে)

মূল্যবোধ শিক্ষা
(উৎপাদনশীলতা ও সংহতির এক সমন্বিত প্রয়াস)

সম্প্রতি অসমের বিদ্যালয়গুলিতে মূল্যবোধ আধারিত অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে কার্যকরি এক দীর্ঘমেয়াদী, উদ্ভাবনমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে যাতে আরম্ভ করা যায় সেই হিসাবে এই প্রকল্পের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপগুলি ইতিমধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে ।

শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে এই প্রকল্পে দশটি মূল মূল্যবোধ ও দক্ষতা (Core Values and Skills) বেছে বের করা হয়েছে। সেগুলি হল-

(১) বিকশিত স্তরে নিজেকে বোঝার পাশাপাশি নিজের অনুভূতিগুলির সম্পর্কে জানার অভ্যাস করা ।
(২) স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছ পরিবেশ বজায় রাখতে ইতিবাচক আচরণের প্রতিফলন ঘটানো ।
(৩) পরিস্থিতি সাপেক্ষে সমঅনুভূতিবোধ প্রদর্শন বা সমভাগী হওয়া ।
(৪) বিভিন্ন উপায়ে মানসিক চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করে চাপমুক্ত হওয়া ।
(৫) ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ।
(৬) যোগাযোগের সূত্রপাত করা এবং সহযোগিতামূলক চিন্তন অনুশীলনে নিযুক্ত হওয়া ।
(৭) আস্থা, বিশ্বাস, যত্ন, কৃতজ্ঞতা, সম্মান, বন্ধুত্ব, দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, শান্তি, আনন্দ ইত্যাদি পোষণ করে অনুভূতি বিকশিত করার অভ্যাস গড়ে তোলা ।
(৮) জানার জন্য শেখা কার্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বিষয়বস্তু এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান বৃদ্ধি করা ।
(৯) বাছাই করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, মূল্যায়ন করা, সংঘাত নির্মূল করা, নিজের এবং অন্যদের পথ প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যে সক্ষম হতে মননশীল চিন্তা করা ।
(১০) সৃজনাত্মক চিন্তাকে ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করে উদ্ভাবনী চিন্তা ও উৎপাদনক্ষম কর্মে নিয়োজিত হওয়া ।

এই প্রকল্পে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত মূল্যবোধ এবং দক্ষতাসমূহকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে । তদুপরি একটি শিশুপোযোগী ভাব বিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে যা শিশুদের উৎপাদনশীলতা ও সমন্বয়ের ভাবধারাকে বিকশিত করে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করবে । শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির উপরও প্রকল্পটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

মূল্যবোধ ও দক্ষতা আধারিত দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, পুতুল, গল্প, কার্টুন ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহায়ক পুস্তিকা (Hand book) প্রচলিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, আদান-প্রদান প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোনোধরনের অতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যেতে পারবে ।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ, (NCERT) এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যক্তিগণ ২০২০ সালের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির প্রতি লক্ষ রেখে পাঠ্যক্রম নির্দেশনা ও উপকরণ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় যথোচিত অবদান যুগিয়েছেন ।

প্রকল্পটির পর্যায়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে বিভিন্ন দিকে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে । সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর জন্য যোগান ধরা এই পুস্তিকা শ্রেণিকক্ষের বাস্তবিক অভিজ্ঞতার গবেষণা, মননশীল চিন্তন ও অনুধাবনের মাধ্যমে পুষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

২০২১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে নিয়মিত শ্রেণিদিন আরম্ভ হবে ।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে শিক্ষক নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলো করাবেন-

- প্রাতঃসভায় ৫ মিনিট সময় মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য রাখবেন । সেখান থেকে ৰ মিনিট সময় ধ্যান করাবেন এবং ৪ মিনিট সময় মহৎলোকের বাণী পাঠ করাবেন (শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রীরা লিখে আনবে)
- কখোনো বা মৌনব্রত ধারণ করাবেন, মৌনব্রতের পর ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করতে দেবেন ।
- সকল বিষয়ের পিরিয়ডে শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠদান কার্যসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।
- সেইজন্য শিক্ষকদের মূল্যবোধ সম্পর্কীয় পাঠ্যক্রমের দিকদর্শন নির্দেশাবলি, হাতবই, মূল্যবোধ সম্বন্ধিত কাহিনি, গল্প, পুতুল নাচ, চিত্রকথা, নাটক, দৃশ্য-শ্রাব্য সামগ্রী ইত্যাদি শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী করাবেন ।
- নিয়মিত পাঠদানের সঙ্গে 'মূল্যবোধ আধারিত অভিজ্ঞতা'র শ্রেণিতে উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপগুলো আদান-প্রদান করবেন ।
- যেসব খাবার বেশি খেলে ভয়ানক অসুখ হতে পারে, শিক্ষক সেই বিষয়ে শ্রেণিতে বলবেন। সে বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বলবেন ।
- শিক্ষকের নেতৃত্বে মাসের কোনো এক দিন ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের সবার সঙ্গে মিলে কোনো অঞ্চলে সাফাই কার্য করবে ।
- শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বেচ্ছামূলক সেবা প্রদান করবে ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরে/গ্রামে/নিজের অঞ্চলে কোনো বৃদ্ধ/বয়স্ক লোক বা শারীরিকভাবে অক্ষম লোক থাকলে তাঁদের ঘোরা-ফেরায় সাহায্য করবে । সেরকম কাজের জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করবেন ।
- মা-বাবাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেবেন । ঘরের কাজের মধ্যে থাকবে- সবজি বাগানে, ফুল বাগানে, চাষের জমিতে জল দেওয়া আর রান্না করা, সেলাই করা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করা ।

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা ব্যবস্থা হল বিদ্যালয়ের সকল কার্যসূচিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান অংশগ্রহণ।

সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে —

- বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু
- বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি/জনজাতি, ধর্ম/বর্ণ নির্বিশেষে শিশু
- প্রখর মেধাসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে কম মেধাসম্পন্ন শিশু
- কন্যা শিশু

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের শিশুদের বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশ পরিবর্তন করে নিতে পারে।

শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দিকসমূহ হল—

পাঠ্যক্রম
পাঠ্যপুস্তক
শিক্ষণ-শেখন সামগ্রী
শিক্ষণ-শেখন কৌশল বা পদ্ধতি
শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ
মূল্যায়ন ব্যবস্থা
শিক্ষকের ধনাত্মক মনোভাব ইত্যাদি।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকটি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে সাহার্য করে।

❍এই ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক ও সৃজনাত্মক মানসিকতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।

❍অবিরত মূল্যায়নের অর্থ হল বিরতিহীনভাবে করা মূল্যায়ন, যেখানে শিক্ষার্থীদের পূর্বের শেখা স্থিতির পরিবর্তন নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে শেখার ব্যবধানসমূহ নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা হয়।

❍সামগ্রিক মূল্যায়নে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় যে কেবল পুথিগত শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না যদি না সমান্তরালভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির বিকাশ ঘটানো হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সকল দিকের অগ্রগতির সঠিক পর্যালোচনা করে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—

- শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়া চলিত অবস্থায় সমান্তরালভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত দিকের সফলতা —অর্থাৎ যা কিছু শেখানো হয় তা তারা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে সেটির সঠিক পরিমাপ করাই অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতার্থে কোন পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- 'সামগ্রিক' শব্দটির দ্বারা মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বোঝানো হয়েছে যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ ও অভিরুচি রয়েছে এমন বিষয়গুলির অগ্রগতির মূল্যায়ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের, উদাহরণস্বরূপে— শেখার প্রতি তাদের মনোভাব, সামাজিক আদান-প্রদান, আবেগিক নিয়ন্ত্রণ, অভিরোচন, স্বাস্থ্য, সবলতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকের উন্নীতকরণে সহায় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে নিজে আগের তুলনায় কতটুকু উন্নতি করেছে সেই ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা উচিত।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উপাদান —

১) মৌখিক প্রশ্ন
২) লিখিত প্রশ্ন
৩) ক্রিয়াকলাপ
৪) প্রকল্প
৫) দলীয় কার্য
৬) পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ তালিকা
৭) ক্ষেত্র অধ্যয়ন
৮) কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল (শিক্ষকের প্রতিফলন)

- ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণভাবে জড়িত করতে পারছেন কি ?
- ওরা সঠিকভাবে শিখতে পারছে কি ?
- ওদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারছি কি ?
- শ্রেণিকক্ষে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী আছে কি যারা বুঝতে পারছে না? তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শেখার কার্যে অধিক আগ্রহান্বিত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ?

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ

(১) ৫+৩+৩+৪ পরিকাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক স্তর-
(ক) প্রাথমিক (Foundational) ৫ বছরঃ ৩ বছর (অঙ্গনবাড়ী/প্রাক-বিদ্যালয়/বাল বাটিকা (৩-৬ বছর) ও ২ বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনি (৬-৮ বছর)
(খ) প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) ৩ বছর (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (৮-১১ বছর)
(গ) মাধ্যমিক ৩ বছর (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনি (১১-১৪ বছর)
(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ৪ বছরের (নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি (১৪-১৮ বছর)
(চ) ২০৩০ সালের মধ্যে গুণসম্পন্ন প্রাক্ শৈশব, বিকাশ, যত্ন ও শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা করা, যাতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে এমন সব শিশুরাই বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয় প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় মিশন গড়ে তুলবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেনি পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরা বুনিয়াদী সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান আয়ত্ত করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

(৪) শিক্ষার লক্ষ্য কেবল বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবদ্ধ না হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর কৌশল সমূহের দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ করে তোলায় গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

(৫) অধ্যয়নের সময় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ এবং আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং নিয়মিত পাঠ্যক্রম, বহির্ভূত পাঠ্যক্রম বা সহ-পাঠ্যক্রম, কলা, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক তথা অন্যান্য শৈক্ষিক শাখার মধ্যে কোনো ধরনের কঠোর বিভাজন থাকবে না ।

(৬) একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার ৫-১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করে সকল নিম্ন পর্য্যায়ের বিদ্যালয়কে নিয়ে 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী' নামক একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে । ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষা আয়োগ এই পরামর্শ প্রদান করলেও এই পর্যন্ত তা যথাযথভাবে রূপায়িত করা যায় নি । এই শিক্ষানীতি 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী'র ধারনা যথাসম্ভব রূপায়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

(৭) নিজের বৃত্তিগত প্রয়োজনে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বছরে অন্ততপক্ষে ৫০ ঘন্টা অবিরত বৃত্তিগত বিকাশের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৮) দেশের প্রত্যেকটি শিশু 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কার্যসূচির অধীনে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে 'ভারতের ভাষা' নামক আনন্দদায়ক প্রকল্প/ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে ।

(৯) বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কিশোর এবং শিশু বিশেষত কন্যা শিশুদের সুরক্ষা এবং অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে । কৈশোরকালের বিভিন্ন সমস্যা যেমন-নেশাশক্তি, বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ এর পাশাপাশি তাদের অধিকার বা সুরক্ষার জন্য একটি স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরাপদ পরিবেশের সূচনা করতে হবে ।

(১০) দীক্ষা(DIKSHA) য় সন্নিবিষ্ট ই-উপকরণগুলি ছয়টি অংশে ভাগ করা হবে- NCERT র পাঠ্যপুস্তকের শেখার ফলাফল ভিত্তিক প্রশ্নকোষের নিরিখে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তিগত বিকাশের উপর ভিত্তি করে ভার্চুয়েল ল্যাব ও বিদ্যাদানের উপকরণের আধারে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এই উপকরণগুলি বিস্তৃতরূপে দীক্ষায় উপলব্ধ হবে ।

শিশুর শেখা নিশ্চিত করনের জন্য অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল পদক্ষেপ

☐ **সবলীকৃত পাঠ্যপুস্তক** (Energized Textbook)

পাঠ্যপুস্তকসমূহত QR কোড সন্নিবিষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের স্মার্ট ফোনের সাহায্যে এই QR কোড Scan করে ডিজিটাল উপকরনগুলি ইন্টারনেটে দেখার সুবিধা লাভ করবেন ।

- এই পর্যন্ত অসমের ১৫২ টি নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে QR কোডসন্নিবিষ্ট করে তার সঙ্গে দীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ই-উপকরণগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে

☐ **দীক্ষা**(Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)

পি.এম.ই.(P.M.E.) বিদ্যা নামক ডিজিটাল কার্যসূচির অধীনে রাজ্য সরকার 'দীক্ষা অসম' নামক পোর্টেল চালাচ্ছেন । সমগ্র অসমের শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষক গণ কর্তৃক প্রস্তুত প্রায় সহস্রাধিক ই-উপকরণ এই পোর্টেলে আপলোড করা হয়েছে । 'স্বয়মপ্রভা' (Swayamprabha) চ্যানেলযোগে প্রচারিত ভিডিয়ো এবং আকাশবাণীযোগে প্রচারিত অডিয়ো ক্লাসসমূহ 'দীক্ষা অসম' পোর্টেলের আপলোড করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সামর্থ বিকাশ (Capacity Building) এর জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ই-উপকরণসমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

- শিক্ষক এবং , ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা মোবাইল ফোনে DIKSHA APP ডাউনলোড করে ফোনের Scanner এর সাহায্যে QR কোডগুলি Scan করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট e-Content দেখতে পারবেন ।

☐ **স্বয়মপ্রভা** (Swayamprabha)

ভারত সরকারের পি.এম.ই. (P.M.E.) বিদ্যা 'এক শ্রেণি, এক চ্যানেল' কার্যসূচির আধারে অসম সরকার ২০২০ সালের ২৪ মে থেকে স্বয়মপ্রভা ই.টি.ভি. র সহযোগে অসমিয়া মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ভিডিয়ো পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন।

☐ **জ্ঞানবৃক্ষঃ**-

- ACC এবং GTPL নামক দুটি কেবল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রথম শ্রেনি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা লাইভ পাঠদান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা ।
- এই পাঠসমূহ জিও টিভির মাধ্যমেও সম্প্রচার করা হয়েছে ।
- পৃথকভাবে জ্ঞানবৃক্ষের শ্রেণিসমূহ ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

☐ **বিশ্ববিদ্যা ও রেডিয়ো-র মাধ্যমে শেখার অনুষ্ঠানঃ**-

আকাশবাণী গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এবং শিলচর কেন্দ্র সহযোগে 'বিশ্ববিদ্যা' নামক শ্রাব্য অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হয়েছে । এই অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে তিন দিন করে ক্রমান্বয়ে সোমবার, বুধবার ও শুক্রবারে সন্ধ্যে ৫ : ৪৫ মিনিট থেকে ছটা পর্যন্ত সম্প্রচার করা হয় ।

☐ **দূর সংযোগী পাঠদানঃ**-

দূরদর্শন অসম যোগে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে চারদিন এক ঘন্টা করে দূর সংযোগী পাঠদানের সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

☐ **বিদ্যাদানঃ**-

বিদ্যাদান কার্যসূচির অধিনে অসমের জন্য ১৩৫ টি পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত করে ৪৮ টি প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে । এই কার্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি ই উপকরণ প্রস্তুত করে স্বকীয় অবদান তুলে ধরেছে ।

☐ **বিশ্ববিদ্যা, অসম ইউটিউব চ্যানেলঃ**-

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ইউটিউব চ্যানেল আরম্ভ করা হয়েছে । এখানে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরাজি, ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি ই-উপকরণ রাখা হয়েছে । ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে এগুলি দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবে ।

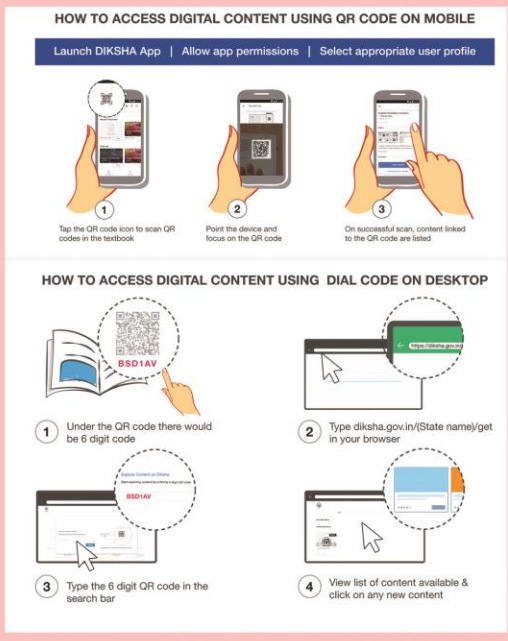

এ ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য-শ্রব্য ডিজিটাল উপকবণ DIKSHA ASSAM এর ওয়েবপেজে দেখতে পারবেন। এই ওয়েবপেজের url হল https://diksha.gov.in/as/